তারিখ ... 20 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

এসএসসির একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এখনো পায়নি শিক্ষার্থীরা

একাদশে ভর্তি নিয়ে উদ্বেগ কুমিল্লা বোর্ডে

■ মোঃ লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ছয় জেলার কোনো প্রতিষ্ঠানে এখনো পৌঁছেনি এসএসসি'র একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট। এতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়ায় প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এ বছর বোর্ডে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৯৬১ জন উত্তীর্ণ হয়। এদিকে গত বৃহস্পতিবার ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ১৮ থেকে ২২ জুনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তি হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নগরীর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা সরকারি কলেজ ও কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন নামকরা কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেয়া ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হিসেবে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় পাসের মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টসহ দুই সেট ফটোকপি দাখিল করতে বলা হয়েছে।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে ভর্তিচ্ছু একাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা বলেন, ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ হয়েছে এবং বিলম্ব ফি ছাড়া ৩০ জুন পর্যন্ত ভর্তির সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে একাধিকবার জিলা স্কুলে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু তারা বলছেন একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ড থেকে স্কুলে এখনো পৌঁছেনি; কবে পাওয়া যাবে তাও তারা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।

এ বিষয়ে কুমিল্লা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রাশেদা আক্তার জানান, অন্যান্য বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময়ই আমরা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহ করেছি। এ বছর বোর্ড থেকে সরবরাহ না করায় আমরা শিক্ষার্থীদের তা দিতে পারিনি। এরপরেও যাতে ভর্তি কার্যক্রমে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনলাইন মার্কশিট (ফলাফল বিবরণি) দেখে প্রশংসাপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ছাপানোর লক্ষ্যে ঢাকার সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে কাগজ ও ফরমেট সরবরাহ করা হয়। এসব সরবরাহের জন্য বোর্ডের পক্ষ থেকে পরীক্ষার কমপক্ষে ছয় মাস আগেই টাকা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ কাগজগুলো দেশের বাইরে থেকে আনা হয়, তাই অন্য কোনো কাগজে ছাপানো যায় না। ওই প্রেস থেকে নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো সরবরাহ করতে না পারায় এ বছর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে।

সূত্র আরো জানায়, ইতিমধ্যে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী দেড় লাখ কাগজ ও ফরমেট প্রেস থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। ছাপার কাজও শুরু হয়ে গেছে এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ছাপার কাজ সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুর রশীদ জানান, আমরা ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের অনলাইন থেকে কপি সংগ্রহ করে জমা দিলে তাদের ভর্তি সাময়িকভাবে সম্পন্ন করা হবে। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট জমা না দিলে নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর তাদের ভর্তি আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে।

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আবদুল খালেক জানান, 'সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে যথাসময়ে কাগজ ও ফরমেট না পাওয়ায় একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ছাপাতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। আগামী ২৬ জুনের মধ্যে ছাপার কাজ শেষ হয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষরের পর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে এগুলো পৌঁছে দেয়া হবে। শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সে বিষয়ে বোর্ড থেকে কলেজগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।